Importance of Philosophy in Education

(শিক্ষায় দর্শনের গুরুত্ব)

Education Honours (Semester – II)
Course Type : CC-4
Unit-1
Sub Unit-1.4

by
Patit Paul
Assistant Professor
Dept. of Education
Azad Hind Fouz Smriti Mahavidyalaya
Domjur, Howrah
patitpaul.gentle@gmail.com

শিখন উদ্দেশ্য : শিক্ষায় দর্শনের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ

অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত প্রশ্নটির উত্তর দিতে সক্ষম হবে :

শিক্ষায় দর্শনের গুরুত্ব আলোচনা করো।

দর্শন ও শিক্ষা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষা ও দর্শনের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনার সময় দেখা গেছে যে শিক্ষাবিজ্ঞান এমন একটি জ্ঞানের ক্ষেত্র যেখানে দর্শন শাস্ত্রের প্রভাবই সব থেকে বেশি। এই সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ় হবে, যদি আমরা দর্শনশাস্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবের দিকগুলি আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করি।

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে দর্শন (Philosophy on the aim of Education):
মানবজীবনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক নিবিড়। তাই জীবনের লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়। শিক্ষার লক্ষ্য সবসময় একটি জীবনাদর্শকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। আরও ভালো ভাবে বলতে গেলে, প্রত্যেক শিক্ষার লক্ষ্যই সমকালীন দার্শনিক মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়। দার্শনিক মতবাদ জীবন জয়ের পথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জীবন জয়ের এই সংগ্রামে সমাজে এক বিশেষ ধরনের মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। এই মূল্যবোধগুলি ব্যক্তিজীবনের আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়, আর তখনই সেগুলি পরিণত হয় শিক্ষার উদ্দেশ্যে – সেই কালের সেই সমাজের। স্বাভাবিকভাবেই মূল্যবোধের পরিবর্তন শিক্ষার উদ্দেশ্যেরও পরিবর্তন ঘটায়।

প্রসঙ্গত ভাববাদী শিক্ষাদর্শনে শিক্ষার লক্ষ্য হল আত্মবিকাশ ও আত্মোপলব্ধি। আধ্যাত্মবাদীগণ বিদ্যার্থীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্মেষকে শিক্ষার লক্ষ্য বলে মনে করেন। অপরদিকে প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শনে

শিশুর অনন্ত শক্তি, অনন্ত গুণ ও অনন্ত সম্ভবনার পূর্ণ সুসামঞ্জস্য 'বৃদ্ধি ও বিকাশ' – কে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার প্রয়োগবাদী শিক্ষার লক্ষ্য হল আরও শিক্ষা। প্রয়োগবাদী মতাদর্শে শিক্ষা জীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সমব্যাপী এক প্রক্রিয়া বিশেষ।

- **শিক্ষার পাঠক্রমে দর্শনের প্রভাব (Influence of Philosophy on Curriculum) :** পাঠক্রম হল শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিপূরণের পথ। শিক্ষার পরিবর্তনশীল উদ্দেশ্যের মতো পাঠক্রমও পরিবর্তনশীল। শিক্ষার আদর্শের মতো পাঠক্রমও স্থির নয় – দেশ, কাল ও ব্যক্তিভেদে তারও পরিবর্তন হয় – সমকালীন দার্শনিক মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রাচীন ভারতে হিন্দু, বৌদ্ধ উভয় শিক্ষা ব্যবস্থারই লক্ষ্য ছিল আত্মোপলব্ধি। স্বভাবতই বেদাভ্যাস, ব্রহ্মচর্য পালন, আত্মসংযম ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পাঠক্রম রচিত হত। আধুনিক শিক্ষাক্রমে প্রকৃতিবাদ ও প্রয়োগবাদের সমন্বিত প্রভাবে চাহিদাভিত্তিক, কর্মকেন্দ্রিক ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক সমন্বয়ী পাঠক্রমের প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রাচীন ভাববাদী পাঠক্রমের অতিমাত্রায় পুঁথিনির্ভরতা ও ভাষাভিত্তিকতার প্রতিক্রিয়া রূপেই সক্রিয়তাভিত্তিক পাঠক্রমের উদ্ভব হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে দর্শনের প্রভাব (Influence of Philosophy on selection of Text books) : দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক রচনা পদ্ধতির বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন – প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শন শিশুদের অনুরাগ সৃষ্টির জন্য পাঠ্যপুস্তকে যথেষ্ট ছবি ও দৃষ্টান্ত দেবার পক্ষপাতী। ভাববাদী দার্শনিকগণ গ্রন্থকারের নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি ও যুক্তির উপর নির্ভর করে পাঠ্যপুস্তক রচনা করার কথা বলেন। আবার প্রয়োগবাদী মতাদর্শে পাঠ্যপুস্তক রচনায় প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্তি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

সহজ কথায়, সমাজে প্রচলিত আদর্শ মূল্যবোধ সৃষ্টিতে এবং তার যথার্থ প্রতিফলনে দর্শনশাস্ত্র পাঠ্যপুস্তকাদি প্রণয়নে সহায়তা করে।

- **শিক্ষার পদ্ধতি নির্ণয়ে দর্শন (Influence of Philosophy on method of teaching) :** আধুনিক সকল শিক্ষা পদ্ধতিই কোনো না কোনো দার্শনিক মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিলপ্যাট্রিক তাই 'পদ্ধতির দর্শন' কথাটি ব্যবহার করেন। শিক্ষাপদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আজ সর্বজন স্বীকৃত।

  - তবে দার্শনিক মতাদর্শের বিভিন্নতা পদ্ধতির ক্ষেত্রে নানান বৈচিত্র নিয়ে এসেছে। যেমন, প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শনে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতি এবং শিক্ষা

সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। গান্ধীজীর বুনিয়াদি শিক্ষণ পদ্ধতি, ফ্রয়েবেলের কিন্ডারগার্টেনে খেলাভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি এবং মাদাম মারিয়া মন্তেসরি-র স্বয়ংশিক্ষা পদ্ধতি তাঁদের দার্শনিক মতবাদের ফলশ্রুতি।

ভাববাদী শিক্ষাদর্শনে, শিক্ষণ পদ্ধতির মূল কথা হল শিশুর উপর শিক্ষকের আদর্শের প্রভাব। এঁদের শিক্ষাপদ্ধতি মূলত আলোচনা, আবৃত্তি ও স্মৃতিচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রয়োগবাদী মতাদর্শে শিশুশিক্ষার পদ্ধতি হওয়া উচিত জীবনকেন্দ্রিক। তাই তাঁরা চাহিদাভিত্তিক, কর্মকেন্দ্রিক ও অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতির পক্ষপাতী।

- **শিক্ষকের ভূমিকা ও শৃঙ্খলা নির্ণয়ে দর্শন (Influence of Philosophy on the role of teacher and discipline) :** শিক্ষা প্রক্রিয়ার মেরুদন্ড হলেন শিক্ষক। শিক্ষকের জীবনদর্শন থেকেই বিদ্যার্থীর শিক্ষা ধারণার উদ্ভব। শিক্ষক নিজে যে জীবনাদর্শ বিদ্যার্থীর সামনে তুলে ধরবেন, তা-ই শিশুদের অনুপ্রাণিত করবে। শিক্ষাদর্শনের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করেই শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেমন – ভাববাদীরা বলেন, শিক্ষক হলেন বন্ধু, দার্শনিক ও সহায়ক। আবার প্রয়োগবাদীদের মতে, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য সমস্যামূলক পরিস্থিতি উপস্থাপন করবেন এবং সেই সমস্যার সমাধানে তাদের সহায়তা করবেন।

শৃঙ্খলার ধারণাটিও শিক্ষাদর্শনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আধুনিক শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় শৃঙ্খলা কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়। আসলে, শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলার

ধারণা সমকালীন রাজনৈতিক দর্শন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেমন – একনায়কতন্ত্রে শিক্ষায় শৃঙ্খলার অপর নাম দমনপীড়ন, কঠোর অনুশাসন। আবার গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় স্বতঃ অন্তর্জাত শৃঙ্খলাই মূলকথা।

- উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় – দর্শনশাস্ত্র শিক্ষার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিককেই প্রভাবিত করেছে। দর্শন, জীবন ও শিক্ষা – এই তিনটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন বিকাশের দিক্ নির্ণয় করে দর্শন। জীবনের প্রয়োজন থেকেই শিক্ষার প্রয়োজনের উদ্ভব। জীবন পরিবেশ শিক্ষার সুযোগ গড়ে তোলে। আর শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, পদ্ধতি, মূল্যায়ন ইত্যাদি পরিকল্পনা জীবনের লক্ষ্য দ্বারাই নির্ধারিত হয়। তাই শিক্ষাকে 'ব্যবহারিক দর্শন' –ও বলা হয়। আসলে শিক্ষা ও দর্শন – এরা একে অপরের পরিপূরক। দর্শনের সাহায্য ছাড়া যেমন সার্থক শিক্ষাদান সম্ভব নয়, তেমনি শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ ছাড়া দার্শনিক তত্ত্বাবলীরও কোনো উপযোগিতা থাকে না।

শিক্ষার্থীদের কাজ :

- শিক্ষায় দর্শনের গুরুত্ব আলোচনা করো।